দৈনিক
ইত্তেফাক

- 5 FEB 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

শিক্ষার্থীদের হাতে অবরুদ্ধ রুয়েট ভিসি

ক্রেডিট প্রথা বাতিলের দাবি

■ রাবি সংবাদদাতা

ন্যূনতম ৩৩ ক্রেডিট অর্জন পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা গতকাল শনিবার পঞ্চম দিনের মত আন্দোলন চলে। এসময় তারা রাস্তায় নিজেদের রক্ত দিয়ে তাদের দাবি দাওয়াগুলো লিখেন। এদিকে দাবি আদায়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রুয়েট উপাচার্যকে প্রশাসন ভবনে অবরুদ্ধ করে রাখে। ছাত্রলীগ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নিয়ে ক্রেডিট প্রথা বাতিলের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে। পরে দুপুর ১২ টার দিকে তারা প্রশাসন ভবনে অবস্থান নেয়। বেলা দেড়টার দিকে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহা. রফিকুল আলম বেগকে প্রশাসন ভবনে অবরুদ্ধ করে রাখে। এসময় শিক্ষার্থীরা শরীর থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে নেয়া রক্ত দিয়ে নিজেদের দাবিগুলো রাস্তায় ও প্রশাসন ভবনের সিঁড়িতে লিখতে থাকে। সেখানে ন্যূনতম ৩৩ ক্রেডিট অর্জন পদ্ধতি নিষিদ্ধের দাবির কথা লেখা হয়। রাত সাড়ে ৯ টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রুয়েট উপাচার্য অবরুদ্ধ ছিলেন।

এর আগে আন্দোলন থামাতে ৩১ জানুয়ারি রুয়েট প্রশাসন ১৪ ও ১৫ সিরিজের শিক্ষার্থীদের সকল অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম স্থগিতের ঘোষণা দেয় এবং পরের দিন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। তবে এখন পর্যন্ত দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্তই নেয়নি বলে জানা গেছে। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আজ রবিবার অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা হবে বলে জানা গেছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, মোট ৪০ ক্রেডিটের মধ্যে ৩৩ ক্রেডিট পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে।

আন্দোলনকারীরা জানান, 'আমরা ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করছি। শিক্ষকরা আমাদের রক্তের ওপর হেঁটে গেছেন। আমাদের দাবি না মানা পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষার্থীদের হাতে

২০ পৃষ্ঠার পর

পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো।'

এ বিষয়ে রুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুল আলম বেগ বলেন, 'আমরা তাদেরকে বার বার আলোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু তারা আমাদের কোনো কথা না শুনে আমাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তাদের দাবি মানতে হলে পরীক্ষা পদ্ধতি উঠিয়ে দিতে হবে এবং তারা বছর শেষে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাবে।'